দৈনিক খবর

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

040

তারিখ 26 MAY 1989
পৃষ্ঠা … কলাম ৭

সংসদে বিরোধী দলের ওয়াক আউট

বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত প্রস্তাব কণ্ঠভোটে নাকচ

॥ সংসদ রিপোর্টার ॥

বিরোধী দলীয় সদস্যদের ওয়াকআউটের মুখে গতকাল জাতীয় সংসদে ১৯৯০ সাল থেকে দেশের ৬ থেকে ১০ বছর বয়স্ক সকল বালক-বালিকাকে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা সংক্রান্ত একটি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব কণ্ঠভোটে নাকচ হয়ে গেছে। অপরদিকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা সংক্রান্ত একটি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব শিক্ষামন্ত্রীর আশ্বাসের প্রেক্ষিতে উথাপনকারী সদস্য প্রত্যাহার করে নেন।

গতকাল ছিল ৪র্থ জাতীয় সংসদের ৪র্থ অধিবেশনের প্রথম বেসরকারী দিবস। এই বেসরকারী দিবসে সিদ্ধান্ত প্রস্তাব দু'টি উথাপন করেন দুই স্বতন্ত্র

৭-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক খবর

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

26 MAY 1989
কলাম ৭

বাধ্যতামূলক অবৈতনিক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সদস্য নূরুল ইসলাম মনি ও মিয়া আব্বাস উদ্দিন। নূরুল ইসলাম মনির সিদ্ধান্ত প্রস্তাবটি ছিল ১৯৯০ সাল থেকে ৬ থেকে ১০ বছর বয়স্ক সকল বালক-বালিকাকে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা। আর মিয়া আব্বাস উদ্দিন দেশে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা চালুর প্রস্তাব আনেন। দু'টি সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের ওপর মন্ত্রী এক সাথে তাঁর বক্তব্য রাখেন। তবে আলাদা আলাদা নিষ্পত্তি করতে যেয়ে মিয়া আব্বাসের প্রস্তাবটি নিষ্পত্তি হয়। কিন্তু নূরুল ইসলাম মনি প্রত্যাহার না করায় এটি ভোটের মাধ্যমে বাতিল হয়ে যায়।

শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম তাঁর বক্তব্যে বলেন, শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করার লক্ষ্যে শিগগিরই সংসদে একটি বিল আনা হবে। তিনি বলেন, বিলের খসড়া প্রস্তাবের কাজ চলছে। তিনি প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করাকে রাষ্ট্রপতি এরশাদ সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, ডঃ মফিজের শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের সুপারিশসমূহ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে। তিনি বলেন, কিছু কিছু সুপারিশ ইতিমধ্যেই বাস্তবায়ন শুরু করেছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে নবধারা সৃষ্টি সরকারের লক্ষ্য— এই কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, দেশকে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করা ও শিক্ষার আলো ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য বর্তমান সরকার যা কিছু দরকার তাই করছে। তিনি এই ব্যাপারে সরকারের মত অন্যদেরকেও রাজনৈতিক সদিচ্ছা নিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে বলেন, মফিজ উদ্দিনের শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে ২ হাজার সাল নাগাদ অষ্টম শ্রেণী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করা হয়েছে। এতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু এই মুহূর্তে সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে তা সম্ভব নয়। তবে এই সংসদেই ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার আইন আনা হবে।

শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম নিজেকে বিগত দিনের ছাত্র আন্দোলনের প্রোডাক্ট হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, সার্বজনীন শিক্ষা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে ব্যর্থ হলে সবাইকেই এর দায় বহন করতে হবে। তিনি জানান যে, গত বছর নাগাদ বিদ্যালয়ে যাওয়ার বয়সী শতকরা ৬৫ ভাগ বালক-বালিকাকে বিদ্যালয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। ১৯৯০ সাল নাগাদ এই সংখ্যা হবে শতকরা ৬০ ভাগ। তিনি বলেন, দারিদ্র্যের কারণেই শুধু ছাত্ররা স্কুলে আসে না। অবৈতনিকের কারণেও নয়। তিনি বর্তমানে দেশে যে ৬৩ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া হচ্ছে তা যথেষ্ট নয় উল্লেখ করে বলেন, স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য রেজিস্ট্রেশনের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়েছে। ১৯৮২ সালের তুলনায় বর্তমানে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ ৪ গুণ বেড়েছে। ড্রপ আউট ১৭ ভাগ থেকে ১৩ ভাগে কমে আসার কথা উল্লেখ করে ড্রপ আউটের মূল কারণ হিসেবে শিক্ষা সম্পর্কে মানুষের সচেতনতার অভাব, অল্প বয়সে পিতা-মাতা কর্তৃক শ্রমে নিয়োজিত করা, প্রাথমিক শিক্ষকদের এক অংশের আন্তরিকতার অভাবকে উল্লেখ করেন। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনারও অন্তর্ভুক্ত রাখা হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে আমরা চাই জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করতে। শিক্ষা ক্ষেত্রে নকল প্রবণতা সম্পর্কে তিনি বলেন, নকলের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান শুরু হয়েছে। আজ সরকারের গতিশীল শিক্ষা নীতির কারণে শিক্ষা ক্ষেত্রের অন্ধকার আকাশে নব সূর্যের আবির্ভাব হয়েছে। তিনি তাঁর এই আশ্বাসের প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত প্রস্তাব দু'টি প্রত্যাহার করে নেয়ার অনুরোধ জানান।

এর আগে বিরোধী দলীয় নেতা আ স ম আবদুর রব সিদ্ধান্ত প্রস্তাব দু'টির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে বলেন, এটি সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব। তিনি সংবিধানের ১৭ ধারা উল্লেখ করে বলেন, এই ধারামতে প্রাথমিক শিক্ষা হবে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। এই বিষয়ে ব্যর্থতা সংবিধানের লংঘন। তিনি একটি গতিশীল শিক্ষা নীতি প্রণয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, সরকারের বর্তমান শিক্ষা নীতি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি বলেন, আধুনিক এই যুগে প্রযুক্তিবিহীন বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা ছাত্রদের আকৃষ্ট করতে পারছে না। আমলাতন্ত্র নির্ভর শিক্ষা কমিশন স্বাধীন দেশের চাহিদা পূরণে সক্ষম নয় এই কথা উল্লেখ করে তিনি বিভিন্ন পেশাজীবীদের সমন্বয়ে একটি শিক্ষা নীতি গঠনের দাবী জানান।

আ স ম আবদুর রব বলেন, বাংলাদেশের সরকার পরিবর্তনের জন্য শিক্ষা, স্বরাষ্ট্র ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের এর যে কোন একটিই যথেষ্ট। বাংলাদেশের সব আন্দোলনই হয়েছে এই তিন মন্ত্রণালয়ের অপকর্মের জন্য। পাকিস্তান আমলের তুলনায় শিক্ষার হার কমছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, যেখানে দেশে আজ ২২ হাজার অতিরিক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় দরকার এবং ৭১ হাজার অতিরিক্ত শিক্ষক দরকার সেখানে সরকার বেসরকারী খাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালুও বন্ধ রেখেছে। সরকারী কোষাগার থেকে যারা বেতন দেন তাদের প্রত্যেককে তিনি বছরে কমপক্ষে ৪ জনকে অক্ষরদানের প্রস্তাব করেন।

নূরুল ইসলাম মনি তাঁর প্রস্তাবের স্বপক্ষে বক্তব্যে বলেন, ১৯৭১ সালে যেখানে শিক্ষিতের হার ছিল শতকা ২২ ভাগ। বর্তমানে তা কমে এসেছে শতকরা …৯ দশমিক ৭ ভাগে। তিনি বলেন, …তকরা ৫০ ভাগ স্কুলগামী কখনও …লের মুখ দেখে না। শতকরা ৮০ ভাগ …শ্রেণীর দরজা অতিক্রম করতে পারে… …দেশের ২০ হাজার শিক্ষকের পদ… …ক্ষা খাতে স্থিরিকৃত বরাদ্দ কমছে… …রিক খাতে বাড়ছে। সরকারের… …বুলির সাথে বাস্তব শিক্ষ… …ন সম্পর্ক নেই। তিনি শিক্ষার… …বস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন…

সংবাদপত্রের রিপোর্ট তুলে ধরে বলেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে আইওয়াশ থাকা উচিৎ নয়। তিনি বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে শিক্ষা সমস্যা সমাধানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, শিক্ষাহীন মানুষ মেরুদণ্ডহীন। এই মেরুদন্ডহীন মানুষ জাতিকে দাঁড় করাতে পারবে না। তাই তিনি ৬ থেকে ১০ বছর বয়স্কদের জন্য বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব করেন।

মিয়া আব্বাস উদ্দিন তাঁর প্রস্তাবের সমর্থনে বলেন, দেশের বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষা আমাদের সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনে কোন কাজে আসে না। তিনি এই পর্যন্ত প্রণীত বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ তুলে ধরে বলেন, সকল কমিশনই ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ রয়েছে। এই অবস্থায় তিনি ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব করে আইন প্রণয়নের আহবান জানান।

এই দু'টি সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের ওপর বিরোধী দলীয় হুইপ নূর আলম জিকু, বজলুল হুদা, আতাউর রহমান ও আবদুল হামিদ তালুকদার বক্তব্য রাখেন। নূর আলম জিকু আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা চালুর ওপর গুরুত্ব আরোপ করে সমগ্র জাতিকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য বলেন।

বিরোধী দলীয় নেতাসহ বিরোধী সদস্যদের বক্তব্য শুনে শিক্ষামন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে যে আশ্বাস দেন এর প্রেক্ষিতে অধিবেশনের সভাপতি রিয়াজউদ্দিন আহমদ প্রথমে মিয়া আব্বাসকে তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাহার করার আহবান জানালে তিনি প্রত্যাহার করেন। পরে তিনি নূরুল ইসলাম মনিকে তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাহার করার অনুরোধ জানালে মনি শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যের প্রশংসা করে বর্তমান সরকারের কথায় ও কাজে কোন মিল না থাকায় তিনি প্রস্তাব প্রত্যাহার করবেন না সুস্পষ্টভাবে জানান।

এই অবস্থায় সভাপতি সংসদ নেতার পরামর্শক্রমে প্রস্তাবটি ভোটে দিতে গেলে বিরোধী দলীয় নেতা আ স ম আবদুর রব বলেন, এই প্রস্তাব ভোটে দেয়া যাবে না। কেননা তাতে সংবিধানের ১৭ ধারা লংঘিত হবে। জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে সংবিধানের ১৭ ধারায় এ কথা উল্লেখ করেছে। এই অবস্থায় প্রস্তাবটি ভোটে দিলে সংবিধান লংঘিত হবে না। নূরুল ইসলাম মনি শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যের পর আবারও সংবিধানের লিখিত বক্তব্য তুলে ধরে বলেন, এতে সংবিধান লংঘিত হবে।

অধিবেশনের সভাপতি ডেপুটি স্পীকার বিতর্কের অবসানকল্পে বলেন, সংবিধানে এমন লিখা নেই যে ১৯৯০ সালের মধ্যে পদক্ষেপ নিতে হবে। জবাবে আ স ম আবদুর রব বলেন, সংবিধানে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার কথা রয়েছে। জবাবে শেখ শহীদ বলেন, আমরাও তাই চাই। কিন্তু এটি এই প্রস্তাবের মত হতে পারে না। জবাবে রব এই লক্ষ্যে বিল আনার জন্য প্রতিশ্রুতি দাবী করলে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ইতিমধ্যেই প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। এই সময় শাজাহান সিরাজ বলেন, যদি সরকার পক্ষ বিল আনতে রাজী থাকেন তবে এই প্রস্তাব গ্রহণে বাধা কোথায়? এই সময় সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রী মাহবুবুর রহমান বলেন, মনি নির্দিষ্ট বয়সের বালক-বালিকাদের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার কথা বলেছেন, সংবিধানের ১৭ ধারায় তা নেই। তিনি বলেন, এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হলে তা হবে সংবিধানের লংঘন। জবাবে নূরুল ইসলাম মনি কার্যপ্রণালী বিধির ১৩৭ ধারা উল্লেখ করে তিনি তাঁর প্রস্তাব থেকে বয়সসীমা প্রত্যাহার করে নিয়ে প্রস্তাব সংশোধনের জন্য বলেন যাতে শুধু বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা। জবাবে সংসদ নেতা মওদুদ আহমদ বলেন, এই অবস্থায় প্রস্তাব সংশোধনের কোন অবকাশ নেই। তিনি বলেন, সেচমন্ত্রী অত্যন্ত সুন্দরভাবে সরকারী দলের বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। তাই এই সম্পর্কে আর কোন বিতর্কের অবকাশ নেই।

এই অবস্থায় প্রস্তাবটি সভাপতি ভোটে দিতে গেলে আ স ম আবদুর রব বলেন, প্রকৃতপক্ষেই এই ধরনের সিদ্ধান্ত সংবিধান বিরোধী। তিনি এই জন্য ওয়াকআউটের কথা জানিয়ে অবশেষে ওয়াকআউট করেন। কিন্তু শাজাহান সিরাজ, বজলুল হুদা, মিয়া আব্বাস উদ্দিন, মাজহারুল হক শাহ চৌধুরীসহ অন্য একজন সদস্য ওয়াকআউটে অংশ নেননি। বিরোধী দলের সদস্যদের বয়কটের মুখেই অধিবেশনের সভাপতি প্রস্তাবটি ভোটে দিলে তা কণ্ঠভোটে নাকচ হয়ে যায়।

এহসান আলী খানের দৃষ্টি আকর্ষণী

গতকাল সংসদে বিরোধী দলীয় উপনেতা এহসান আলী খানের একটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব আলোচনার জন্য গৃহীত হয়েছে। প্রস্তাবের বিষয় হচ্ছে লিয়াকত-নেহেরু বিনিময় চুক্তি অনুযায়ী ভারত থেকে তদানিন্তন পাকিস্তানে আসা নাগরিকদের জমি-জমা রেজিস্ট্রিকরণের দীর্ঘসূত্রিতার জন্য লাখ লাখ লোকের ভোগান্তি।